প্রবন্ধ

তাওবা

মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস আলকাদেরী

তাওবা (توبه) শব্দটি আরবি। এর মূলবর্ণ (ت+و+ب) এর আভিধানিক অর্থ الرجوع (ফিরে আসা) অর্থাৎ পাপ, অপরাধ ও অত্যাচার হতে ফিরে আসা। ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায় তাওবা হলো অতীত জীবনের পাপ স্বীকার করে এতে অনুতপ্ত হয়ে, ভবিষ্যতে পাপে আর লিপ্ত না হওয়ার ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তা'আলাকে দেওয়া। এ রকম খালেস তাওবা দ্বারা অতীত জীবনের ছোট-বড় সমুদয় পাপ মাফ হয়ে এ তাওবাকারী ব্যক্তি মাসুম ও নিস্পাপ হয়ে যায়।

তাওবার রুকন–শর্তাবলী

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযযালী রহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর রচিত "তাওবাতুন নছুহা" কিতাবের মধ্যে লিখেছেন তাওবার তিনটি রুকন বা শর্ত রয়েছে। সে তিনটি রুকন দ্বারা অতীত জীবনের সমুদয় গুনাহ মাফ হয়ে যায়। রুকন তিনটি নিম্নরূপ-

১.অতীত জীবনের সমুদয় গুনাহ স্বীকার করা

যে ব্যক্তি অতীত অপরাধ স্বীকার করে তার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার ক্রোধ লাঘব হয়ে যায়। 'দিওয়ানে আলী' কাব্যগ্রন্থে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

اِلٰهِیْ لَا تُعَذِّبْنِیْ فَاِنِّیْ مُقِرٌّ بِالَّذِیْ قَدْ کَانَ مِنِّیْ

অর্থাৎ হে আমার ইলাহ! আমাকে শাস্তি দেবেন না। কেননা আমার থেকে অতীতে যে অপরাধ ও কসুর হয়েছে তা আমি স্বীকার করছি। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন,

ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه - متفق علية

অর্থাৎ- নিশ্চয় বান্দাহ্ যখন তার গুনাহ্ স্বীকার করে অতঃপর তাওবা করে আল্লাহ্ তা'আলা তার তাওবা কবুল করেন। এ হাদীস ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলায়হিমা সংকলন করেছেন।

[মেশকাত-২০৩ পৃষ্ঠা]

আসামীকে যদি অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করা হয় তাহলে গ্রেফতার করা মাত্রই পুলিশ হয়তো তাকে বেত্রাঘাত করে এ জন্য যে ওই আসামিকে পুলিশ কাষ্ট করে পাকড়াও করেছে। আর কেউ নিজে ধরা দিলে তাহলে তাকে বেত্রাঘাত করা হয়না। অনুরূপ যে বান্দা পাপ ও অপরাধ করে নিজে আল্লাহর দরবারে ধরা দিয়ে তাওবা করে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে শাস্তি না দিয়ে মাফ করে দেন।

২. অতীত জীবনের পাপ ও অপরাধ স্বীকার করে এর উপর লজ্জিত হওয়া।

তাওবার দ্বিতীয় রুকন হলো অতীত জীবনের পাপ ও অপরাধ স্বীকার করে এর উপর লজ্জিত ও শরমিন্দা হওয়া এবং আপসোস কান্নাকাটি করা। অর্থাৎ শরহুস্ সুন্নাহ্ নামক হাদীসের কিতাবে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে হাদীসে মওকুফ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি (ইবনে মাসউদ) বলেছেন, লজ্জিত হওয়ায়ই হলো তাওবা। [মেশকাত, ২০৬ পৃষ্ঠা]

এ হাদীসের ব্যাখ্যা 'মেরকাত' প্রণেতা বলেছেন তাওবা এর বড় রুকন হলো লজ্জিত ও শরমিন্দা হওয়া। কেননা এর উপর অবশিষ্ট রুকনগুলো নির্ভরশীল ও বিন্যস্ত।

৩.ভবিষ্যতে পাপ ও অপরাধ না করার ওয়াদা দেওয়া

তাওবার তৃতীয় রুকন হলো ভবিষ্যতে পাপ ও অপরাধ না করার ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তা'আলাকে দেওয়া। এ মৌখিক ওয়াদা ও অন্তরের খেয়াল এক হতে হবে। মুখে যদি বলা হয় আমি ভবিষ্যতে কোন গুনাহ করব না, আর অন্তরে যদি খেয়াল আসে সুযোগ পেলে করব। অথবা তাওবার সময় মুখে ও মনে প্রাণে বলল, আমি ভবিষ্যতে গুনাহ করব না, তবে ক'দিন পর সে ওয়াদা ভঙ্গ করে আবার গুনাহ্র মধ্যে লিপ্ত হয়ে গেল। এ রকম হলে হবে না। বরং ওয়াদার উপর মৃত্যু পর্যন্ত অটুট থাকতে হবে। অর্থাৎ তাওবার সময় এ ওয়াদার উপর অটুট ও বিদ্যমান থাকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও প্রত্যয় থাকতে হবে।

এখানে উল্লেখ্য যে, এ তিনটি রুকন সম্বলিত তাওবা দ্বারা অতীত জীবনে সমুদয় গুনাহ মাফ হয়ে যায়। মেমন:

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لاذنب له- رواه ابن ماجة والبيهقى فى شعب الايمان-

অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, পাপ হতে তাওবাকারী সে ব্যক্তির মতো যার কোন পাপ নেই। এ হাদীস ইবনে মাজা রহমাতুল্লাহি

আলায়হি ও ইমাম বায়হাকী রহমাতুল্লাহি আলায়হি শোয়াবুল ঈমান নামক হাদীস গ্রন্থে সংকলন করেছেন।

[মিশকাত,পৃ.২০৬]

তবে হক্কুল ইবাদ (বান্দার) সংক্রান্ত গুনাহ মাফ হবে না। কেননা অত্যাচারিত ও পাওনাদার মাফ না করলে আল্লাহ্ তা'আলাও মাফ করবেন না।

তাওবার নিয়ম

তাওবা করার পূর্বে জানাবাতের গোসলের মতো উত্তম রূপে গোসল করতে হবে। পাক-পবিত্র কাপড় পরিধান করে নিজ ঘরে কিংবা মসজিদে কিংবা আল্লাহর অলির মাজারে কিংবা আল্লাহর অলির খানকা শরীফে কেবলামুখী হয়ে নামাযের মতো দু'জানো হয়ে বসে কালেমা তায়্যিবা ও কালিমা শাহাদাতের উচ্চারণ ও অর্থ উপলব্ধি এবং স্বীকার ও বিশ্বাস করে-

استغفر الله ربى من كل ذنب واتوب اليه لاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم-

মুখে উচ্চারণ করে অতীত জীবনের পাপ স্বীকার করে লজ্জিত হয়ে ভবিষ্যতে পাপ না করার ওয়াদা আল্লাহ তা'আলাকে দিতে হবে। তাওবা যদি কোন আল্লাহ ওয়ালার মাধ্যমে হয় তাহলে তো নূরুন আলা নূর(সোনায় সোহাগা)। যেমন আমাদের ত্বরিকায়ে কাদেরিয়া সিরিকোটীর শায়খ আওলাদে রাসূল রাহনুমায়ে শরিয়ত ও ত্বরিকত হুজুর কেবলা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ ম.জি.আ. বায়াতের সময় তাওবা পড়ান। আমাদের হযরাতে কেরামও তাওবা বাক্য পড়িয়ে বাইয়াত করানোর পর সুসংবাদ প্রদান করেন যে, এ তাওবার মাধ্যমে জীবনের যাবতীয় গুনাহ্ আল্লাহ্ মাফ করে দেবেন। তবে হক্কুল ইবাদ সংক্রান্ত গুনাহ মাফ হয় নাই। কেননা বান্দার হক বান্দাহ্ মাফ না করলে আল্লাহও মাফ করেন না। তাই কাউকে কষ্ট দিয়ে থাকলে তার থেকে মাফ চেয়ে নিতে হবে। অথবা কেউ হক পেয়ে থাকলে তার হক তাকে দিয়ে দিতে হবে অথবা পাওনাদার হতে মাফ চেয়ে নিতে হবে।

তাওবার সময়কাল

যখনই কোন গুনাহ হয়ে যায় তখনই তাওবা করতে হবে। বিলম্ব করা ঠিক নয়। যেমন রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন-

يا علىّ اذا اذنبت ذنبًا فلّا تؤخر التوبة الى غد فان الى غد مسافة بعيدًا وهى مضى يوم وليلة وربما لاينظرك الى غد لتتوب-

অর্থাৎ হে আলী! যখন তুমি কোন গুনাহ করে বসবে, তখন তাওবা করতে আগামীকাল পর্যন্ত বিলম্ব করিওনা। এ জন্যে যে, আগামীকাল পর্যন্ত দূরবর্তী দূরত্ব এটা একদিন এবং একরাত অতিবাহিত হতে হবে। হয়তো আগামীকাল পর্যন্ত তোমার সুযোগ দেওয়া হবে না, তাওবা করার জন্যে। [খুতবাতু ইবনে নাবাত, পৃষ্ঠা ৬৩]

তবে মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত তাওবার সময় রয়েছে। যেমন আল্লাহর বাণী,

انما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليمًا حكيمًا-

অর্থাৎ সেই তাওবা, যা কবুল করা আল্লাহ অনুগ্রহক্রমে অপরিহার্য করে নিয়েছেন, তা তাদের জন্যই, যারা না জেনে মন্দ কাজ করেছে তারপর সত্ত্বর তাওবা করে নেয়। এমন লোকের তাওবা আল্লাহ কবুল করেন এবং আল্লাহ জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময়। [সূরা নিসা, আয়াত নম্বর ১৭]

হযরত দোহহার বলেন, আয়াতে يتوبون من قريب এর উদ্দেশ্য হলো যে, তাওবা মৃত্যুর পূর্বক্ষণে করা হয় সেটাই সত্ত্বর তাওবা করে নেয়া। [খাযায়েনুল ইরফান]

কখন তাওবা কবুল হবে না

মৃত্যুর গড়গড়া ও সাকরাতুল মওত (যা জান কবজ করার সময় কষ্টের কারণে সৃষ্টি হয়) এ সময় তাওবা করলে সে তাওবা আল্লাহর নিকট কবুল হয় না। যেমন আল্লাহর বাণী-

وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال انى تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار اولئك اعتدنا لهم عذابًا اليمًا-

"এবং তাওবা তাদের জন্য নয়, যারা গুনাহ সমূহে লিপ্ত থাকে (এবং তাওবা করার বেলায় বিলম্ব করতে থাকে) এ পর্যন্ত যে, যখন তাদের মধ্যে কারো নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন বলে যে, এখন আমি তাওবা করলাম এবং না তাদের জন্য যারা কাফির অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে। তাদের জন্য আমি বেদনা দায়ক শাস্তি তৈরি করে রেখেছি। (এ থেকে জানা গেলো যে, মৃত্যুর সময় কাফিরের ঈমান ও তাওবা গ্রহণীয় নয়।) [সূরা নিসা, আয়াত নম্বর ১৮]

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّ الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر - رواه الترمذى وابن ماجامة-

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি

ওয়াসাল্লাম বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার তাওবা কবুল করেন। যতক্ষণ না তার মওতের গড়গড়া আসে। অর্থাৎ তার রূহ হলকুম (গলা) পর্যন্ত না আসে। (সুতরাং মওতের গড়গড়া চলে আসার পর তাওবা কবুল হয় না)।

[মিশকাতুল মাসাবীহ, পৃষ্ঠা ২০৪]

তাওবার প্রকারভেদ

তাওবা কয়েক প্রকার হতে পারে যেমন: ১. গুনাহ্ হতে তাওবা, ২. জুলুম অত্যাচার হতে তাওবা, ৩. পরের হক সংক্রান্ত তাওবা, ৪. কুফর হতে তাওবা। তাওবা মানে ফিরে আসা। সুতরাং গুনাহ হতে তাওবা মানে গুনাহ (চুরি, ডাকাতি, যিনা, নামায ত্যাগ, মিথ্যা কথা, মিথ্যা সাক্ষ্য, গীবত, পরনিন্দা ইত্যাদি) হতে ফিরে আসা। জুলুম অত্যাচার হতে তাওবা মানে ধন, জন ও ক্ষমতার বলে বলীয়ান হয়ে যে মানুষকে জুলুম অত্যাচার করতো, তা হতে ফিরে আসা। পরের হক সংক্রান্ত তাওবা মানে কারো হতে টাকা হাওলাত নিয়ে তা দিতো না এখন তা দিয়ে দেওয়া। কুফর হতে তাওবা মানে কুফর ত্যাগ করে ঈমান আনয়ন করা। বান্দার তাওবা (توبه) হলো পাপ ত্যাগ করে আনুগত্য ও পূণ্যের দিকে রুজু (ফিরে) হওয়া। আর আল্লাহর তাওবা হলো শাস্তি মাফ করে ক্ষমার দিকে প্রত্যাবর্তন করা। [তাফসীরে নঈমী, পারা ১ম, পৃষ্ঠা ২৯৬]

তাওবার ফজিলত

তাওবার অনেক ফজিলত রয়েছে। তাওবা মানুষের অতীত জীবনের যাবতীয় গুনাহ মোচন করে দেয়। যথা : ১.ইসলাম ও ঈমান পূর্বের সমুদয় কুফর, শিরক গুনাহকে মোচন করে তাকে (কাফেরকে) মাছুম ও নিষ্পাপ করে দেয়। ২. হজ্ব পূর্বে সমুদয় গুনাহ মোচন করে হাজী সাহেবকে এমন করে দেয় যেমন সদ্য জন্মগ্রহণকারী শিশু। ৩. তাওবা পূর্বের সমুদয় কবীরাহ ও সগীরা গুনাহকে মোচন করে তাওবাকারীকে এমন করে দেয় যেন, তার কোন গুনাহ নেই।

তাওবার মাধ্যমে অতীত জীবনের সমুদয় গুনাহ মোচন হয়ে যায়

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

يايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم-

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর প্রতি এমন তাওবা কর যা আগামীর জন্য উপদেশ হয়ে যায়। (অর্থাৎ নিষ্ঠাপূর্ণ তাওবা, যার প্রভাব তাওবাকারীর কার্যাদিতে প্রকাশ পায় এবং তার জীবন আনুগত্য ও ইবাদত বন্দেগীতে আবাদ হয়ে যায়। আর সে পাপাচার সমূহ থেকে বিরত থাকে। অদূর ভবিষ্যতে তোমাদের প্রতিপালক তাওবা কবুল করার পর তোমাদের পাপ সমূহ তোমাদের থেকে মোচন করে দেবেন। হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও অন্য সাহাবীরা বলেন, 'তাওবাতুন নসূহ' হচ্ছে তাওবাকারী তাওবা করার পর আর গুনাহর প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে না, যেমনিভাবে দোহনকৃত দুধ পুনারায় স্তনের মধ্যে প্রবেশ করে না।

[সূরা তাওবা, আয়াত নম্বর ৮, কানযুল ঈমান ও খাযায়েনুল ইরফান]

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, التائب لامن الذنب كمن ذنب له গুনাহ থেকে তাওবাকারী সে ব্যক্তির মতো যার কোন গুনাহ নেই। [মিশকাত, পৃষ্ঠা ২০৬]

তাওবার গুরুত্ব

عن الاغر المزنى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياايّها الناس توبو الى الله فانى اتوب اليه فى اليوم مأة مرة- رواه مسلم-

'হযরত আগরর আলমযনী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে মানুষেরা! তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবা কর। অবশ্যই আমি তার (আল্লাহর) নিকট দৈনিক একশতবার তাওবা করি। এ হাদীস ইমাম মুসলিম সংকলন করেছেন।

[মিশকাত, পৃষ্ঠা ২০৩]

عن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها- رواه احمد وابوداؤد والدرمى-

হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত হিজরত অর্থাৎ পাপ, অপরাধ ও দুশ্চরিত্র ত্যাগ করা বন্ধ হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত তাওবা হবে না। আর ততক্ষণ পর্যন্ত তাওবা বন্ধ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদয় হবে না। হাদীস খানা ইমাম আহমদ, ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম দারমী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বর্ণনা করেছেন। [মিশকতা, পৃষ্ঠা ২০৫]

হাদীসের ব্যাখ্যায় মিশকাতের টীকা লিখক বলেন, হিজরতের হুকমি তথা পাপ, অপরাধ, দুশ্চরিত্র ইত্যাদি ত্যাগ করে হিজরতের সওয়াব ও মোহাজেরে হুকমী তাবত হওয়ার সুযোগ যতদিন থাকবে। ততদিন তাওবার দরজা বন্ধ হবে না। আর তাওবার দরজা বন্ধ হবে সূর্য পশ্চিম দিকে উদয় হলে অর্থাৎ সে পর্যন্ত পাপ ত্যাগ করে তাওবা করে মোহাজেরে হুকমী হতে পারে এবং তায়েব হতে পারে।

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দার সাথে প্রবল খুশি হন যখন সে তাওবা করে। [মিশকাত, পৃষ্ঠা ২০৩]

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত তিনি বলেছেন, নিশ্চয় অবশ্যই আমরা এক মজলিসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের জন্য গণনা করতাম যে, তিনি رب اغفرلى وتب علىّ انك انت التواب الغفور (হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে মাফ করুন এবং আমার তাওবা কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি তাওবা কবুলকারী ক্ষমাশীল) কথাটি একশতবার বলতেন।[মিশকাতুল মাছাবীহ, পৃষ্ঠা২০৫]

عن على قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب العبد المومن المفتن التواب-

হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদার, বহু পাপে লিপ্ত বেশী বেশী তাওবাকারী বান্দাকে ভালোবাসেন। (এ ভালোবাসাটা তাওবার ক্ষেত্রে)। [মিশকাত, পৃষ্ঠা ২০৬]

তাওবার উসিলা পেশ

فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم-

আদম আলায়হিস্ সালাম তাঁর প্রভুর পক্ষ হতে কতেক কালাম (শব্দ) প্রাপ্ত হলেন। অতঃপর সেগুলো দ্বারা দোয়া করলেন)। ফলে তিনি (আল্লাহ্) তাঁর তাওবা কবুল করলেন। নিশ্চয় তিনি তাওবা কবুলকারী, দয়ালু। [সূরা বাকারা]

এ আয়াতে كلمات (কতেক শব্দ) দ্বারা কী উদ্দেশ্য এ ব্যাপারে মুফাসসিরীনে কেরামের মধ্যে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। মুফতি ইয়ার খান নঈমীসহ অনেকের মতে كلمات দ্বারা ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفرلنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين- (হে আমাদের প্রভু! আমরা নিজেদের উপর জুলুম করেছি। আর যদি আপনি আমাদেরকে মাফ না করেন এবং আমাদেরকে দয়া না করেন তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাব।) এটা দোয়ার উদ্দেশ্য।

তাফসীরে আযিযী ও রুহুল বয়ান প্রণেতার মতে كلمات দ্বার لا اله الا محمد رسول الله উদ্দেশ্য। হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম, মা হাওয়া আলায়হাস্ সালাম বেহেশত হতে অবতরণের পর অন্ধকার পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠে তিনশত বছর পর্যন্ত নিজেদের কৃত কর্মের জন্য কান্নাকাটি করে দিনাতিপাত করেছেন একদিন আদম আলায়হিস্ সালামের খেয়াল হলো যে, তিনি বেহেশতে থাকাকালে আল্লাহর আরশে لا اله الا الله এর পাশে محمد رسول الله দেখেছিলেন। তিনি অবশ্যই বুঝতে পারলেন যে, محمد رسول الله নিশ্চয় আল্লাহর অতি প্রিয় বান্দা হবেন। না হয় নিজ নামের পাশে তাঁর নামকে স্থান দিতেন না। তখন তিনি (আদম আলায়হিস্ সালাম) মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে উসিলা হিসেব পেশ করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। প্রার্থনা এ ভাবে করেছিলেন যে, االهم انى اسئلك بحق محمد أن تغفرلى হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের উসিলায় ক্ষমা করুন। ইবনে মুনদেবের রেওয়ায়তের মধ্যে কলমা সমূহ রয়েছে।

اللهم انى اسئلك بجاه محمد عبدك وكرامته عليك ان تغفر لى خطئتى-

হে আল্লাহ্! আমি আপনার থেকে আপনার খাস বান্দা মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)'র ইজ্জত বা মরতবার তোফাইল এবং সে বুযর্গদের সদকায় যা আপনার দরবারে তাঁরই জন্য হাসিল হয়েছে, ক্ষমা চাচ্ছি তৎক্ষণাৎ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে জবাব আসল- হে আদম তুমি শাহিন শাহকে কীভাবে জেনেছ? হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম সকল বিষয় খুলে বললেন। তখন আল্লাহ্র পক্ষ হতে ঘোষণা হলো, তিনি সর্বশেষ নবী। তোমার আওলাদের অন্তর্গত। যদি তিনি না হতেন তাহলে তোমাকেও সৃষ্টি করা হতো না। [তাফসীরে নঈমী, পারা, ১ম, পৃষ্ঠা ২৯৬]

তাওবার হাকীক্বত

ফেরেশতারা সর্বদা ইবাদত করেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোন ফেরেশতা তাওবা ও কান্নাকাটির ইবাদত করেননি। সায়্যিদুনা হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম পৃথিবীতে আগমন করেই এ ইবাদত করেছেন। জান্নাত হতে অবতারিত ও হাওয়া আলায়হিস্ সালাম হতে বিচ্ছেদ তো কান্নাকাটির করার বাহানা ছিল। হাক্বীকতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে নিজ মহব্বতে কান্নাকাটি করিয়েছেন। মজায হলো হাক্বীকতের সেতু। [তাফসীরে নঈমী, পারা ১ম, পৃষ্ঠা ২৯৯]

আদম আলায়হিস্ সালামের তাওবা হতে প্রাপ্ত নির্দেশিকা

১. আল্লাহর প্রিয়গণ-এর উসিলায় দোয়া করা জায়েয এবং আদম আলায়হিস্ সালামের সুন্নাত।

২. কোন ইবাদত উসিলা ব্যতীত কবুল হয় না।

৩. দোয়ার মধ্যে بحق فلان বলা জায়েয। ৪. তাওবার জন্য লজ্জিত হওয়া, শরমিন্দা হওয়া ও কান্নাকাটি খুবই উপাদেয়। [তাফসীরে নঈমী, পারা ১ম, পৃষ্ঠা ২৯৮]